"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছ কিন্তু এই অলঙ্কার এখন তোমাদের দেওয়া যাবে না, কেননা হলে তোমরা এখন পুরুষার্থী"

*প্রশ্নঃ - গৃহস্থ পরিবারে থেকে কর্ম অবশ্যই করতে হবে কিন্তু কোন্ বিষয়টিতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন?

*উত্তরঃ - কর্ম করবার সময় এবং যখন মানুষজনের সংস্পর্শে আসছো, অন্নের (খাদ্য) প্রতি অত্যন্ত সংযমী হতে হবে। পতিতদের হাতে তৈরি খাবার খাওয়া উচিত নয়, নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। কর্ম সন্ন্যাসী হতে হবে না কিন্তু সংযমী অবশ্যই হতে হবে। তোমরা হলে কর্মযোগী। কর্ম করার সময়েও বাবার স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। যখন কেউ গীতা শোনায় তখন বলে যে যদা যদাহি..... যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর তখনই ভগবান আসেন। প্রকৃত অর্থেই ধর্মের গ্লানি হয়। গ্লানি মানে নিন্দা... সুতরাং ভারতে ধর্মের গ্লানি হয় আর অধর্ম বৃদ্ধি পায়। আমি তখনই আসি, যখন এইরকম অবস্থা হয়। এখানে ভীষণ দুঃখ, মৃত্যুও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিনাশের জন্য মুসলও (মিসাইল) তৈরি আছে। এখন তোমরা জানো বাবা এসেছেন, আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করতে। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ, বিষ্ণু দ্বারা পালনা.... পূর্বের মতোই এই তিন কর্তব্য আবারও চলছে।

এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ আর তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে চলেছি। এখন আমরা শিববাবার পৌত্র। শিববাবার এক সন্তান, তারপর এক থেকে তোমরা কত অসংখ্য বাচ্চা হয়ে যাও। তোমরা পতিতদের পবিত্র করে তোলার সেবা করে চলেছো। এটা হলো অসীমের অনন্ত যজ্ঞ। এই যজ্ঞে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া স্বাহাঃ হয়েছিল। এই যজ্ঞের পর আর কোনো যজ্ঞ হবেই না। সত্যযুগ ত্রেতায় কেউ-ই যজ্ঞ রচনা করেনা। যজ্ঞ রচনা করা হয় বিঘ্ন নাশ করার জন্য। এখানে এটাও খুব বড় বিঘ্ন সুতরাং এর জন্য বড় যজ্ঞের প্রয়োজন। এটা হলো অসীমের (বেহদের) যজ্ঞ। এই যজ্ঞে পুরানো দুনিয়ার যা কিছু সামগ্রী আছে সব স্বাহাঃ হবে। রুদ্র অথবা শিব একজনই। যেমন শিববাবার রূপ তেমনই রুদ্রেরও রূপ আছে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন সাকারী। আর এর প্রকৃত সত্য নামই হলো শিব জ্ঞান যজ্ঞ। শিববাবা বলেন, রুদ্র বাবা বলা হয় না। শিববাবাকে ভোলা ভান্ডারী বলা হয়। এ হলো শিববাবার যজ্ঞ। ওঁনার কাছে আমরা সৃষ্টির আদি- মধ্য- অন্তের নলেজ পাই। তোমরা জানো আমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছি। দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয় তাইনা। কিন্তু এটা হলো জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র যা তোমরা ব্রাহ্মণরা পেয়ে থাকো, যার মাধ্যমে তোমরা দেবতা হয়ে ওঠো। ওখানে তৃতীয় নেত্রের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের জন্য তো দেখানো সম্ভব নয় কেননা তোমরা এখন পুরুষার্থী। চলতে-চলতে কেউ পালিয়ে যায় সেইজন্যই যারা ফাইনাল রেজাল্ট প্রাপ্তির অধিকারী হবে তাদের জন্যই এই অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে। নয়তো দেবতাদের কাছে শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি আছে নাকি। এই সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য অন্তের নলেজ তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি। ওরা (ভক্তি মার্গে) তারপর শাস্ত্রে লিখেছে যে এই স্বদর্শন চক্র দিয়ে অমুককে মারা হয়েছে, এই করেছে । বাবা বলেন আমি তো পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য আসি, এর মধ্যে হিংসার কোনো প্রশ্নই আসে না। দেবতাদের হলো অহিংসা পরম ধর্ম। তবে ওরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে হিংসার কথা কীভাবে লিখতে পারে। কেমন কেমন সব অদ্ভুত চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। সেখানেই গীতা শোনান, রাজযোগ শেখান, তারপর সেখানেই হত্যা করা হচ্ছে! তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এইজন্যই যে পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র করে তোলো, রাজযোগ শেখাও। বাবা বলেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। তোমরাও নলেজ পাচ্ছো, একেই অমরকথা বলা হয়। ওরা তো শিবশঙ্করকে এক বলে থাকে। শঙ্কর হলো সূক্ষ্মলোকবাসী, সে কীভাবে কথা শোনাবে। তাকে তো নলেজফুল বলা যায় না। শিববাবা সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। যে নলেজ কারো কাছেই নেই। বাবাকে না জানার কারণেই অনাথ হয়ে গেছে। লড়াই ঝগড়া করতেই থাকে। সত্যযুগে কোনো ঝগড়া হয় না। না কান্নাকাটি, না মারামারি.... সেইজন্যই মোহজীত রাজার কাহিনী শোনান। কাহিনী তো ঢের আছে। প্রতিটি ধর্মের ভিন্ন-ভিন্ন কাহিনী আছে, যা সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ভক্তি করে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। অর্ধেক কল্প ধরে চলে ভক্তি। ভগবানকে তো কেউ-ই পায়নি। এখন বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে (নিজের) পরিচয় দিয়েছেন। তোমাদের এখন অন্যদের দিতে হবে। সন শোজ ফাদার

(সন্তানের মধ্যে পিতা প্রত্যক্ষ হওয়া)। সুতরাং সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে নলেজ দিতে থাকো।

তোমাদের প্রত্যেক বাচ্চার বুদ্ধিতে আছে যে শিববাবা হলেন আমাদের আত্মিক পিতা। এই বিষয়েও ভক্তি মার্গের মানুষদেরকে বোঝাতে হবে যে তোমাদের দুইজন পিতা। একজন লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা, যাঁকে গডফাদার বলা হয় যিনি এই অসীমের রচয়িতা। বাবার কাছে অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। তিনিই স্বর্গ রচনা করেন। ভারত স্বর্গ ছিল। এখানেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ওদের এই রাজ্য কে দিয়েছে? কলিযুগের শেষে কেউ-ই বিশ্বের মালিক নয়। এই দুনিয়া হলো রাবণের রাজ্য, মানুষ বলে আমাদের রামরাজ্য, নতুন দিল্লীতে রাজত্ব চাই। সত্যযুগ-ত্রেতা হলো রামরাজ্য। রাবণ রাজ্য দ্বাপর-কলিযুগ। দ্বাপর থেকেই ভক্তি মার্গ শুরু হয়। বিকারও তখন থেকেই শুরু হয়, যার চিহ্নও আছে। জগন্নাথ পুরীতে মন্দিরের বাইরে দেবতাদের নোংরা চিত্র তৈরি করেছে। মুকুট সিংহাসন ইত্যাদি সবই আছে, শুধু চিত্র বিকারগ্রস্ত তৈরি করা হয়েছে। যখন দেবতারা বাম মার্গে যেতে শুরু করে তখন ধরণী উথালপাথালও হয়। সোনা-হীরার তৈরি মহল সব নিচে চলে যায়। পূজার জন্য কত বিশাল মন্দির নির্মাণ করেছে, ভক্তি মার্গে। নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী। বাবা বোঝান - আমি তো পূজারী হইনা। যদি আমি পূজারী হই তাহলে আমাকে কে পূজ্য করে তুলবে? না আমি পতিত হই, না পতিত বানাই। রাবণ তোমাদের পতিত বানায়, যাকে দহন করা হয়। এই সময় পাপ আত্মাদের দুনিয়া। গেয়েও থাকে পতিত-পাবন এসো। তারপর আবার বলে পতিত-পাবন সীতারাম। সাথে সাথেই ত্রেতার রাম স্মরণে আসে। কিন্তু সে তো পতিত-পাবন নয়। বাবা এ'সব বিষয় বুঝিয়ে বলেন। তোমরা সবাই হলে সীতা, দ্রৌপদী। একজনের কথা নয়। দ্রৌপদীর ৫ জন পতি দেখানো হয়েছে। এমনটা কিন্তু নয়। একমাত্র ভারতই পবিত্র খন্ড ছিল কেননা পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার বার্থ প্লেস (অবতরণ ভূমি)। উনি এখানে এসে পতিত নরকবাসীদের উদ্ধার করেছিলেন। সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা গডফাদারকে স্মরণ করে কেননা সবকিছুই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ইব্রাহিম, বৌদ্ধ ইত্যাদি সব ধর্ম স্থাপকরাই এই সময় হাজির (উপস্থিত) আছে। প্রথম নম্বরে ব্রহ্মাও পতিত দুনিয়াতে আছে আর কেউ কীভাবে ফিরে যেতে পারে। এই সময় সব কবরস্থ হয়ে আছে। বাবা এসে সবাইকে সদ্গতি দেন। সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। দেবতার সামনে মহিমা করে বলে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী....আমি বিকারী। এই সময় সবাই বিকারগ্রস্ত, সবাইকে নির্বিকারী করে তোলার জন্য বাবাকে আসতে হয়। সুতরাং পতিত-পাবন বাবা, জলের নদী নয় । পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর থেকে বেরিয়েছে এই জ্ঞান গঙ্গারা (ব্রাহ্মণ বাচ্চারা)। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা। শিবের কাছ থেকেই জ্ঞানের কলস (কলসি) পাওয়া যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা গৃহস্থ পরিবারে থাকো কিন্তু পবিত্র হও। কর্মও অবশ্যই করতে হবে। এ হলো কর্মযোগ। কর্ম-সন্ন্যাস তো হতে পারে না। ওরা মনে করে ঘরে খাবার তৈরি করা যায় না, ভিক্ষা করেই চালাতে হয়, সেইজন্যই ওরা কর্ম সন্ন্যাসী। ওরা তো তাহলে হলো ফকির। তাদের বিকারগ্রস্তদের দেওয়া অন্ন পেটে পড়ে, এতে অন্নদোষ লেগে যায় (অন্নের প্রভাব শরীরে পড়ে)। যতই পতিত ঘর থেকে বেরিয়ে যাক কিন্তু জন্ম তো পতিত ঘরেই নিতে হয়। অন্ন তোমাদেরও প্রভাবিত করবে, সেইজন্যই সংযম রাখতে হয়। পতিতদের অন্ন খাওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। এই নিয়ে কারো সাথে খুব ঝগড়াও হয়ে যায়। এক ভাই জ্ঞানে আছে, দ্বিতীয় জন আসে না এমন বহু কেস আছে। অসীমের রাজ্য ভাগ্য নিতে চলেছো কিছু ঝগড়া তো নিশ্চয়ই হবে। যে কোনো অবস্থাতেই তোমাদের নিজেকে রক্ষা করতে হবে। মুক্তি তো কেউই পায় না। গল্প তৈরি করে আমি জ্যোতিতে লীন হয়ে যাব। বোঝাতে-বোঝাতে ওদেরও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিতে আসবে যে এই কথাগুলো ঠিক। সত্যযুগের আয়ু যদি লক্ষ বছরের হতো তাহলে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতো। এখন তো সংখ্যা আরও কম কেননা অসংখ্য মানুষ অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। দেবতা ধর্মের যারা তারা সূর্যবংশের। রামকে ওরা ক্ষত্রিয় বলে চিহ্নিত করেছে। তোমরা এখন হলে আত্মিক ক্ষত্রিয়। মায়ার উপরে তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করো, এ'সব বিষয়ে বোঝার জন্য অনেক বড় বুদ্ধি থাকা চাই। যোগ খুব সহজ। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের যোগযুক্ত হতে হবে। যোগ আশ্রম তো অনেক আছে কিন্তু সবাই হঠযোগ করিয়ে থাকে। এটা তো তারা বলবে না যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও। তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবাকে আমরা দালালের রূপে পেয়েছি। তিনি বলেন - মামেকম্ স্মরণ করলে খাদ বেরিয়ে যাবে। স্মরণ করতে-করতে তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে।

বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, দেখো দুনিয়ার কি অবস্থা হয়েছে। তোমরা তো বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন ভিখারি হয়ে গেছো এরপর আবার তোমাদের বেগর থেকে প্রিন্স হতে হবে। ভারত এখন বেগার (ভিখারি) হয়ে গেছে। পতিত রাজারা, পবিত্র মহারানা-মহারানীদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করে। নিরাকার শিববাবার পূজা করে। নিশ্চয়ই তিনি কিছু করে গেছেন। কতো মন্দির তৈরি করেছে। তোমরা জানো ৫ হাজার বছর আগেও তিনি এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তোমরা অনেক বার রাজ্য পেয়েছ তারপর হারিয়েছো। এখন আবার শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখ ধামকে ভুলে

যাও। এসবই বিনাশ হবে। তোমরা পুনরায় স্বর্গের মালিক হবে। বাবা বলেন - আমি হলাম তোমাদের অসীম জগতের পিতা, তোমাদের অসীমিত উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। তোমাদের অন্তরে খুশি অনুভব হয়, আমরা শ্রীমৎ অনুসারে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করতে চলেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ গুপ্ত রূপে। রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। গাওয়াও হয়ে থাকে মায়া জীত জগত জীত (যে মায়াকে জয় করে, সে জগতকেও জয় করতে পারে)। ৫ বিকারকেও জয় করতে হবে। ৫ বিকারের উপরে সন্ন্যাস নিতে হবে। মাঝি হলেন এক বাবা। সবার সদ্গতি দাতা সদ্গুরু ছাড়া এখন ঘোর অন্ধকার। ভারতে গুরু তো অনেক আছে। প্রত্যেক স্ত্রীর পতিও গুরু। তারপরেও এতো দুর্গতি কেন হয়েছে? বলে থাকে সবই ঈশ্বরের রূপ। আমিও ঈশ্বর, তবে যোগযুক্ত হবে কার সাথে? এরজন্য তো ভক্তিও বন্ধ হয়ে যাবে। ভগবান বলে তবে কাকে ডাকে? কার সাধনা করে? স্বয়ং ঈশ্বর হলে থোড়াই কখনও অসুস্থ হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ-ই নেই। ভয় পায়, পাছে শাপ শাপান্ত না করে বসে। বাস্তবে শাপ দেয় রাবণ। বাবা তো উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। রাবণ হলো শত্রু সেইজন্যই তাকে দহন করা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে কি কখনও দহন করা হয়? কখনোই নয়। রাবণ কি জিনিস - এখন তোমরা বুঝেছ। সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তিতে সুখ ছিল। এখন পতিত প্রবৃত্তিতে দুঃখ। এইবার এর বিনাশ হবে। তোমরা দেখবে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে থাকবে। বাবাও আর কতদিন বসে শিক্ষা দেবেন? একটা লিমিট আছে তাইনা। রাজত্ব স্থাপন হবে তারপর বিনাশ হবে। শেষে তোমরা অনেক মজা দেখবে শুরুর থেকেও বেশি। ওটা তো ছিল পাকিস্তান। এখন বিনাশের সময়। বাবা তোমাদের অনেক কিছু দেখাবেন। যে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে না তারা অন্তর্মনে ছটফট করবে। কি আর করা যাবে? সুতরাং এখন যতটা পুরুষার্থ করার করে নাও, ছেলেমেয়েদেরও সামলাতে হবে। ভীত হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ব্যস্ এতেই পরিশ্রম করতে হয়। পাপের বোঝা নয়তো মাথা থেকে কীভাবে নামবে? সেইজন্যই হলো সহজ যোগ। এ হলো জ্ঞানের বল (শক্তি), যোগবল যার দ্বারা মায়াকে জয় করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমৎ অনুসারে জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বিনাশের আগেই নিজের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

২) অসীমের রাজ্য নেওয়ার জন্য প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। অল্পদোষ যাতে না হয় সেইজন্য খুব সামলে চলতে হবে।

বরদানঃ- সঙ্গম যুগের মহত্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে সমাহিত হয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী যোগী ভব

সঙ্গম যুগ হলো পরমাত্ম-স্নেহের যুগ। এই যুগের মহত্বকে জেনে স্নেহের অনুভূতিতে সমাহিত হয়ে যাও। স্নেহের সাগর স্নেহের হীরে মোতির থালা ভরে ভরে দিচ্ছেন। সুতরাং নিজেকে সবসময় ভরপুর করো। সামান্য অনুভবেই খুশি হয়ো না, সম্পন্ন হয়ে যাও। পরমাত্মার এই স্নেহের হীরে-মুক্তো হলো অমূল্য। এর দ্বারা নিজেকে সাজিয়ে তোলো। কেননা এ হলো স্নেহের যোগ আর স্নেহে সমাহিত হয়ে যাওয়াই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মিক স্নেহ সদা অনুভবকারীই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞানী-যোগী।

স্লোগানঃ- যে ব্যর্থের অনুভবের থেকে ঊর্ধ্বে থাকে সে-ই মায়াজীত হতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;